আইন ও বিচার মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় সরকার

(আইন প্রণয়ন বিষয়ক বিভাগ)

নতুন দিল্লি, ২১ জুন ২০০৫- জ্যৈষ্ঠ ৩১, ১৯২৭ (শকাব্দ)

লোকসভায় গৃহীত নীচের আইনটি ১৫ জুন ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেয়েছে

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এটি এখন প্রকাশিত হল

তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫

নং ২২, ২০০৫ (১৫ জুন ২০০৫)

সবরকম পাবলিক অথরিটি (বা জন কর্তৃপক্ষে)'র কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও নাগরিকের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে সব তথ্য তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে তা সাধারণ নাগরিকদের গোচরে আনার জন্য, তথ্য জানার অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ এবং কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন ও রাজ্য তথ্য কমিশন গঠন সংক্রান্ত ও তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ প্রসঙ্গে এই আইন।

যেহেতু ভারতীয় সংবিধান ভারতকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে স্বীকৃতি দিয়েছে,

এবং যেহেতু গণতন্ত্রের যথাযথ প্রয়োগ ও কার্যকারিতার জন্য সচেতন ও জ্ঞাত বা ওয়াকিবহাল নাগরিক সমাজ এবং তথ্যের স্বচ্ছতা নিতান্তই প্রয়োজন এবং দুর্নীতি রোধের মাধ্যমে সরকারের প্রশাসন ও তার পরিকাঠামোকে দায়বদ্ধ করা প্রয়োজন

এবং যেহেতু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সরকারি প্রশাসনের তৎপর পরিচালনা, সীমিত অর্থের চূড়ান্ত ব্যবহার ইত্যাদির জন্য তথ্য প্রকাশের প্রয়োজন আবার স্পর্শকাতর সংবাদের গোপনীয়তা রাখাও দরকার। এরকম পরস্পর বিরোধী জনস্বার্থের দ্বন্দ্বও খুব স্বাভাবিক

এবং যেহেতু গণতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রাধিকার বজায় রেখে পরস্পর বিরোধী এই বিষয়গুলির সমন্বয়ের ও সমাধানের প্রয়োজন

এসব কারণে তথ্য পেতে ইচ্ছুক নাগরিকদের অধিকার, আইন মোতাবেক প্রতিষ্ঠা করতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ৫৬ তম বছরে সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে তথ্য জানার অধিকার (বা রাইট টু ইনফরমেশন) আইন গৃহীত হল।

প্রথম পর্ব

(প্রাথমিক প্রসঙ্গ)

সংক্ষিপ্ত নাম, বিস্তৃতি, শুরু

১. (১) এই আইনটির নাম দেওয়া হল তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫

(২) এই আইনটি জম্মু কাশ্মীর ছাড়া দেশের সব অংশেই বলবৎ হল

(৩) এই আইনের ৪নং ধারার (১) উপধারা, ৫নং ধারার (১) ও (২) উপধারা, ও ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ২৪, ২৭ নং ধারা এখনই বলবৎ হল এবং আইনের বাকি অংশ ১২০ দিনের মধ্যে বলবৎ হবে।

সংজ্ঞা

২. প্রসঙ্গ অনুযায়ী বদল না হলে নিচের সংজ্ঞাগুলি বলবৎ থাকবে

(এ) 'সংশ্লিষ্টসরকার' কথাটির অর্থ হবে এমন যেকোনো পাবলিক অথরিটি (বা জন কর্তৃপক্ষ) যা

১) কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত অথবা ওই প্রশাসনের মালিকানাধীন, নিয়ন্ত্রিত অথবা পর্যাপ্তপরিমাণে তাদের আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত

২) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত অথবা ওই প্রশাসনের মালিকানাধীন, নিয়ন্ত্রিত অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণে তাদের আর্থিক সাহায্যপ্রাপ্ত

(বি) 'সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন' বা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন মানে হল এই আইনের ১২নং ধারা বলে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন

(সি) 'সেন্ট্রাল পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার' (সিপিআইও) বা কেন্দ্রীয় জনতথ্য অফিসার মানে হল, এই আইনের ৫ এর ১ ধারা অনুসারে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় জনতথ্য অফিসার এবং ৫এর ২ ধারা অনুসারে নিযুক্ত সেন্ট্রাল অ্যাসিটান্ট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার (সিএপিআইও) বা সহকারি কেন্দ্রীয় জনতথ্য আধিকারিক

(ডি) 'চিফ ইনফরমেশন কমিশনার' বা মুখ্য তথ্য কমিশনার ও 'ইনফরমেশন কমিশনার' বা তথ্য কমিশনার মানে হল এই আইনের ১২'র ৩ ধারা অনুসারে তৈরি মুখ্য তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার

(ই) 'দায়বদ্ধ বা যোগ্য কর্তৃপক্ষ' মানে হল

১) লোকসভা বা বিধানসভার ক্ষেত্রে স্পিকার এবং বিধান পরিষদের ও রাজ্যসভার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান

২) সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি

৩) হাইকোর্টের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি

৪) যে সব পাবলিক কর্তৃপক্ষ সংবিধানের মাধ্যমে বা সংবিধানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপাল

৫) যেসব ক্ষেত্রে সংবিধানের ২৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রশাসক

(এফ) 'ইনফরমেশন' বা তথ্য মানে হল, যে কোনো আকারে যে কোন সামগ্রী যেমন রেকর্ড, ডকুমেন্ট, মেমো, ই-মেল, মন্তব্য, পরামর্শ, সুপারিশ, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার, অর্ডার, লগবই, চুক্তিপত্র, রিপোর্ট, কাগজপত্র, নমুনা, মডেল সহ ইলেকট্রনিক যন্ত্র ও সামাগ্রী সংগৃহীত তথ্য এবং বিশেষ কোনো আইনে যেসব প্রাইভেট (বা ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বেসরকারি) সংস্থার কাজের তথ্য পাবলিক কর্তৃপক্ষ চাইতে পারে, সেই সব তথ্য

(জি) 'নির্দেশিত' মানে হল, এই আইনের বলে সংশ্লিষ্ট সরকার বা যোগ্য কর্তৃপক্ষ যে নিয়মবিধি (রুল) তৈরি করেছে সেই বিধি বা রুল নির্দেশিত

(এইচ) 'পাবলিক কর্তৃপক্ষ' মানে হল (এ) সংবিধান কর্তৃক বা ধারা অনুসারে, (বি) লোকসভায় গৃহীত আইন অনুসারে, (সি) রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত আইন অনুসারে বা (ডি) সংশ্লিষ্ট সরকারের কোনো নোটিফিকেশন অনুসারে
(১) যে কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা স্বশাসিত সংস্থা প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং তার মধ্যে যে সব সংস্থা সংশ্লিষ্ট সরকারের নিয়ন্ত্রিত বা তাদের মালিকানাধীন বা পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত, (২) এমনকি পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত এনজিও বা বে-সরকারি সংস্থাও বোঝাবে।

(আই) 'রেকর্ড' বা নথি বলতে বোঝাবে :

(এ) যে কোনো ডকুমেন্ট বা দলিল পান্ডুলিপি ও ফাইল

(বি) যে কোনো মাইক্রোফিল্ম ও মাইক্রোফিসে (এক ধরনের মাইক্রোফিল্ম), ফ্যাক্স

(সি) যে কোনো ছবির কপি বা মাইক্রোফিল্মের কপি

(ডি) কমপিউটার বা অন্য কোনো বৈদ্যুতিন বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে তৈরি সামগ্রী

(জে) 'তথ্য জানার অধিকার' মানে হল পাবলিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে বা মালিকানায় যে সব তথ্য আছে, এই আইনের বলে তা জানতে চাওয়ার অধিকার। যার মধ্যে পড়ে —

(১) দলিল, নথিপত্র, বা কাজ নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ

(২) দলিল, নথিপত্রের থেকে নোট নেওয়া, সারাংশ লিখে নেওয়া ফোটোকপি (প্রত্যয়িত নকল) নেওয়া

(৩) ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রীর শংসায়িত নমুনা সংগ্রহ

(৪) ফ্লপি ডিস্ক, সিডি, টেপ, ভিডিও ক্যাসেট বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক সামগ্রীতে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সেই তথ্য এবং তার প্রিন্ট সংগ্রহ করা।

(কে) 'স্টেট ইনফরমেশন কমিশন' বা রাজ্য তথ্য কমিশন মানে হল, এই আইনের ১৫'র ১ধারা বলে নিয়োজিত রাজ্য তথ্য কমিশন

(এল) 'স্টেট চিফ ইনফরমেশন কমিশনার' বা রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার (এসসিআইসি) এবং 'স্টেট ইনফরমেশন কমিশনার' বা রাজ্য তথ্য কমিশনার (এসআইসি) মানে হল, এই আইনের ১৫'র ৩ ধারা বলে নিয়োজিত রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনার

(এম) 'স্টেট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার' (এসপিআইও) বা রাজ্য জনতথ্য অফিসার মানে হল, এই আইনের ৫এর ১ ধারা অনুসারে নিযুক্ত রাজ্য জনতথ্য অফিসার এবং ৫এর ২ ধারা অনুসারে নিযুক্ত স্টেট অ্যাসিটান্ট পাবলিক ইনফরমেশন অফিসার (এসএপিআইও) বা সহকারি কেন্দ্রীয় জনতথ্য আধিকারিক

(এন) 'তৃতীয় পক্ষ' মানে হল, যে নাগরিক তথ্যের জন্য আবেদন করেছেন তিনি এবং যে পাবলিক কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়েছে তারা ছাড়া অন্য কোনো পাবলিক কর্তৃপক্ষ সহ যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা যার তথ্য চাওয়া হয়েছে -

দ্বিতীয় পর্ব
(তথ্য জানার অধিকার সম্পর্কে পাবলিক কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য)

৩. এই আইনের বিধান অনুযায়ী সব নাগরিকেরই তথ্য জানার অধিকার থাকবে

৪. (১) প্রত্যেক পাবলিক কর্তৃপক্ষকে যে কয়েকটি কাজ অবশ্যই করতে হবে - **তথ্যের অধিকার**

(এ) সমস্ত রেকর্ড সঠিক সূচিবদ্ধ অবস্থায় সাজিয়ে রাখতে হবে যাতে তথ্য জানার অধিকার সুনিশ্চিত করা যায়। এছাড়া সমস্ত সম্ভাব্য রেকর্ড যা কমপিউটারে সংরক্ষণ করা যায়, সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমপিউটারে সাজিয়ে নিতে হবে এবং আর্থিক সংস্থানের উপর নির্ভর করে এই কমপিউটারে সংগৃহীত তথ্য একটি দেশব্যাপী নেটওয়ার্কের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে।

(বি) এই আইন বলবৎ হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে নীচের কয়েকটি তথ্য প্রকাশ করে জনসমক্ষে আনতে হবে

১) প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক তথ্য, প্রতিষ্ঠান কী কাজ করে, কী কাজে প্রতিষ্ঠান দায়িত্বপ্রাপ্ত সেই তথ্য

২) বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও অফিসারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩) সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া, তদারকির স্তর বিভাগ, দায়বদ্ধতার স্তরবিভাগ

৪) সংগঠনের কাজকর্মের নিয়মাবলী

৫) যে সব নিয়মবিধি, নির্দেশাবলী, ম্যানুয়াল বা সহায়িকা, রেকর্ড বা নথি মেনে কর্মী ও অফিসারেরা কাজ করেন সেই সব তথ্য

৬) বিভিন্ন ধরনের যে সব ডকুমেন্ট বা দলিল প্রতিষ্ঠানে রাখা হয় বা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে থাকে তার তালিকা

৭) সাংগঠনিক নীতি নির্ধারণের জন্য বা নীতি রূপায়ণের জন্য জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শের কোনো ব্যবস্থা থাকলে তার বিবরণ

৮) প্রতিষ্ঠান ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট পরিচালন বোর্ড বা কাউন্সিল বা কমিটি বা প্রতিষ্ঠানের তৈরি দুই বা ততোধিক সদস্য নিয়ে গঠিত কমিটি-বডির সদস্য তালিকা এবং তাদের মিটিং জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কিনা বা সেই মিটিংগুলির মিনিট্স জনসাধারণের দেখার বা পাওয়ার সুযোগ আছে কিনা তা জানানো

৯) কর্মী ও অফিসারদের একটি ডিরেক্টরি

১০) অফিসার ও কর্মীদের মাসিক বেতন, বেতন কাঠামো ও সহোযোগ রাশি

১১) প্রতিষ্ঠান ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত এজেন্সির পরিকল্পনা ও সেই অনুযায়ী বিভিন্ন খাতের বাজেট, প্রস্তাবিত এবং যে টাকা খরচা হয়েছে তার হিসাব ও কাজের রিপোর্ট

১২) সাবসিডি বা ভরতুকিযুক্ত কাজ ও কার্যক্রমগুলি কী কী ও কীভাবে তা রূপায়িত হচ্ছে এবং কারা কীভাবে ভরতুকি পাচ্ছে তার বিশদ বিবরণ

১৩) প্রতিষ্ঠান থেকে কাকে কি ছাড়, ইজারা বা পারমিট বা অনুমতি দেওয়া হচ্ছে তার বিবরণ

১৪) যেসব তথ্য ইতিমধ্যেই ইলেকট্রনিক মাধ্যম সহ অন্যান্য মাধ্যমে সংরক্ষিত আছে এবং যে তথ্যগুলি তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে সেইসবের বিশদ বিবরণ

১৫) নাগরিকদের ব্যবহারের জন্য কী কী সুযোগ-সুবিধা আছে এমনকি সাধারণের ব্যবহারের জন্য কোনো লাইব্রেরি বা রিডিং রুম থাকলে তার সম্পর্কে বিশদ বিবরণ

১৬) প্রতিষ্ঠান ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট পিআইও (বা জনতথ্য অফিসার) দের নাম, পদ, অফিস, ঠিকানা, টেলিফোনসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য

১৭) নির্দেশিত তথ্য সহ অন্যান্য তথ্য প্রতি বছর হালনাগাদ বা আপডেট করে প্রকাশ

(সি) জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনো নীতি তৈরি ও সিদ্ধান্ত প্রকাশের সময়, প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করা

(ডি) প্রভাবিত ব্যক্তিদের কাছে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক বা বিচার সাপেক্ষ (Quasi-Judicial) সিদ্ধান্তের কারণ দর্শানো

(২) তথ্য সংগ্রহের জন্য নাগরিকদের যাতে খুব কম সময়ই এই আইনের প্রয়োগ করতে হয় তার জন্য, ৪ এর ১ ধারার (বি) অংশ মোতাবেক প্রত্যেক পাবলিক কর্তৃপক্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে (Suo Moto) ইন্টারনেট সহ বিভিন্ন মাধ্যমে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করবে।

(৩) ৪এর ১ধারা অনুযায়ী তথ্যগুলি যাতে প্রচার ও প্রসার পায় এবং যাতে জনসাধারণ সেই তথ্য সহজেই হাতে পেতে পারে, তার জন্য পাবলিক কর্তৃপক্ষগুলিকে সবরকম ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৪) কম খরচে, স্থানীয় ভাষায় এবং সবচেয়ে কার্যকরী স্থানীয় মাধ্যমকে ব্যবহার করে এসব তথ্যের প্রচার ও প্রসার করতে হবে এবং যত টা সম্ভব ইলেকট্রনিকমাধ্যমে সিপিআইও (বা কেন্দ্রীয় জনতথ্য অফিসার), এসপিআইও (বা রাজ্য জনতথ্য অফিসার) এবং অন্য সবার কাছে সহজে, বিনা পয়সায় বা নির্দিষ্ট দামের পরিবর্তে সরবরাহ করতে হবে।

ব্যাখ্যা *ঃ---- ৪ এর ৩ ও ৪ ধারা অনুসারে প্রচার ও প্রসার কথাটির মানে হল, নোটিস বোর্ড, খবরের কাগজ, ঘোষণা, বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমে প্রচার, ইন্টারনেট ও অন্যান্য উপায়ে জনসাধারণকে জানানো বা অবহিত করা এবং ওইসব তথ্য নাগরিকদের খতিয়ে দেখার ব্যবস্থা করা।*

পিআইওদের নাম ঘোষণা

৫. (১) এই আইন বলবৎ হবার ১০০ দিনের মধ্যে প্রতিটি পাবলিক কর্তৃপক্ষ তাদের তথ্য সমস্ত প্রশাসনিক ইউনিটগুলিতে ও অফিসে সিপিআইও বা কেন্দ্রীয় জনতথ্য আধিকারিক এবং এসপিআইও বা রাজ্য জনতথ্য আধিকারিক নিয়োগ করবে, যারা নাগরিকদের আবেদন ও চাহিদা অনুসারে তথ্য জোগান দেবে।

(২) এই অংশের ১নং উপধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইনটি বলবৎ হওয়ার ১০০ দিনের মধ্যে প্রতিটি পাবলিক কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি জেলা, সাব ডিভিশন ও তার নীচের স্তরে একজন সিএপিআইও বা কেন্দ্রীয় সহকারী জনতথ্য আধিকারিক বা এসএপিআইও বা রাজ্য সহকারী জনতথ্য আধিকারিক নিয়োগ করবে। যারা নাগরিকদের থেকে তথ্যের আবেদন পত্র ও আপিল গ্রহণ করবে এবং সেগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তথ্য অফিসারের কাছে বা ১৯ এর ১ ধারায় নির্দেশিত অন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কাছে অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনে পাঠাবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সিএপিআইও বা এসএপিআইও'র কাছে যেসব দরখাস্ত বা আপিল পাঠানো হবে সেক্ষেত্রে দরখাস্তের উত্তর পাওয়ার সময়সীমায়, ৭এর ১ ধারায় নির্দেশিত স্বাভাবিক সময়ের সঙ্গে আরো পাঁচ দিন যোগ হবে।

(৩) প্রত্যেক সিপিআইও বা এসপিআইও নাগরিকদের তথ্যের চাহিদার মেটাতে যা করণীয় করবেন ও নাগরিকদের এ বিষয়ে যথাযথ সহায়তা দেবেন।

(৪) সিপিআইও বা এসপিআইও তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন মত কোনো অফিসারের সহায়তা চাইতেই পারেন

(৫) ৪এর ৪ ধারা অনুসারে সিএপিআইও বা এসএপিআইও যে অফিসারের সহায়তা চাইবেন সেই অফিসার সংশ্লিষ্ট সিপিআইও বা এসপিআইওকে সবরকম সহায়তা দিতে বাধ্য থাকবেন এবং আইনের বিধান অনুসারে সেই অফিসারও সিপিআইও বা এসপিআইও বলে গণ্য হবেন।

তথ্যের জন্য আবেদন

৬. (১) যে কোনো ব্যক্তি, যিনি এই আইন বলে কোনো তথ্য চাইবেন, তাঁকে ইংরেজি, হিন্দি বা স্থানীয় সরকারি ভাষায় একটি সাদা কাগজে লিখে, যেসব তথ্য চাইছেন সেগুলি বিশদে উল্লেখ করে, নির্দিষ্ট ফি সহ আবেদন করতে হবে

এ) সংশ্লিষ্ট পাবলিক কর্তৃপক্ষের সিপিআইও বা এসপিআইও'র কাছে

বি) সিএপিআইও বা এসএপিআইও'র কাছে

যে আবেদনকারী লিখিত আবেদন করতে পারবেন না, তাঁকে সংশ্লিষ্ট পাবলিক কর্তৃপক্ষের সিপিআইও বা এসপিআইও আবেদন লিখে দিতে সহায়তা করবেন।

(২) যিনি তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করবেন তাকে কোনো কারণ দর্শাতে হবে না এবং যোগাযোগের ঠিকানা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিগত তথ্য ঘোষণা করতে হবে না।

(৩) কোনো পাবলিক কর্তৃপক্ষের কাছে এমন তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করা হয়েছে বা

১) অন্য কোনো পাবলিক কর্তৃপক্ষের কাছে আছে অথবা

২) যার বিষয়বস্তু অন্য কোনো পাবলিক কর্তৃপক্ষের স্বাভাবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত তাহলে, যে কর্তৃপক্ষের কাছে দরখাস্ত করা

হয়েছে তিনি দরখাস্তটি বা তার প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর দরখাস্তকারীকেও তা জানাবেন। এই কাজটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বা আবেদনটি পাওয়ার সর্বাধিক পাঁচ দিনের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে।

আবেদন নিয়ে করণীয় কাজ

৭. (১) ৫ এর ২ ধারা এবং ৬ এর ৩ ধারা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে সিপিআইও বা এসপিআইও ৬নং ধারায় কোনো আবেদন পাওয়ার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বা সবাধিক ৩০ দিনের মধ্যে, নির্দিষ্ট ফি নিয়ে সেই আবেদনের তথ্য জোগান দেবেন। অথবা ৮ ও ৯ ধারায় উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সেই আবেদন অগ্রাহ্য করবেন।

তবে আবেদনে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তা কোনো ব্যক্তির জীবন বা ব্যক্তিস্বাধীনতা সংক্রান্ত হয়, তাহলে সেই তথ্য ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সরবরাহ করতে হবে।

(২) উপরের (১) নং উপধারায় উল্লেখিত সময়ের মধ্যে যদি আবেদনের কোনো উত্তর না পাওয়া যায় তাহলে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

(৩) যদি কোনো আবেদনের উত্তরে তথ্য সরবরাহ করার খরচ হিসেবে অতিরিক্ত ফি বা অর্থ প্রয়োজন বলে সিদ্ধান্ত হয় তবে সেক্ষেত্রে সিপিআইও বা এসপিআইও সেই আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাবেন -

(এ) ১ নং উপধারা অনুসারে কোন হিসেবে কত টাকা অতিরিক্ত ফি কষা হয়েছে। আবেদনকারীকে কত টাকা জমা দিতে হবে তাও জানাতে হবে। এক্ষেত্রে টাকা জমা দেওয়া ও তথ্য জোগান দেওয়ার সময়ের দিনগুলিকে বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের অতিরিক্ত হিসেবে ধরা হবে।

(বি) যে খরচা কষা হয়েছে এবং যেভাবে নাগরিককে তথ্য জানবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন করার ও রদবদল চাইবার কি অধিকার নাগরিকের আছে, ওই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আপিল অফিসার কে, কতদিনের মধ্যে আপিল করতে হবে এবং তার প্রক্রিয়া কি হবে ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক তথ্য জানাতে হবে।

(৪) কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধীকে কোনো রেকর্ড বা নথি দেখানোর সময়ে সংশ্লিষ্ট সিপিআইও বা এসপিআইও যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন ও তাঁকে সহায়তা দেবেন যাতে সেই আবেদনকারী রেকর্ড দেখবার সুযোগ অবশ্যই পান।

(৫) যদি আবেদনকারীকে ছাপানো, টাইপ করা, লিখিত বা ইলেকট্রনিক বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তথ্য দিতে হয় তাহলে ৬ নং উপধারায় বর্ণিত পরিস্থিতি ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে অবশ্যই ফি দিতে হবে।

অবশ্য উপরে উল্লেখিত ৬ এর ১ধারা এবং ৭এর ১ ও ৫ ধারার ক্ষেত্রে সবসময়েই ফি যুক্তিসঙ্গত হতে হবে এবং দ্রারিদ্রসীমার নীচেবসবাসকারী (বা বিপিএল) ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কোনো ফি নেওয়া যাবে না। ফি কত হবে তার হার সংশ্লিষ্ট সরকার ঠিক করবেন।

(৬) ৫নং উপধারার ক্ষেত্রে যাই বলা হোক না কেন, ১নং উপধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই তথ্য সরবরাহ করা না হয়, তবে আবেদনকারীকে নিখরচাতেই সব তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

(৭) ১নং উপধারার ক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে সংশ্লিষ্ট সিপিআইও বা এসপিআইও ১১ নং ধারায় বর্ণিত তৃতীয় পক্ষের বক্তব্য ও মতামত বিচার করে দেখবেন।

(৮) ১নং উপধারায় যদি কোনো আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে সংশ্লিষ্ট সিপিআইও বা এসপিআইও আবেদনকারীকে জানাবে -

১) প্রত্যাখ্যানের কারণ কী কী

২) কতদিনের মধ্যে ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে

৩) কে সেই আপিল অফিসার, কি তার ঠিকানা ইত্যাদি

(৯) যেভাবে তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে তথ্য সাধারণত সেইভাবেই দিতে হবে। তবে পাবলিক কর্তৃপক্ষের দেখতে হবে অনাবশ্যক অর্থের অপচয় যাতে না হয়। আর নথিপত্র বা রেকর্ডের নিরাপত্তা এবং সংরক্ষণেরও যাতে বিঘ্ন না হয়।

তথ্য জানানো থেকে অব্যাহতি

৮. (১) এই আইনে যাই বলা হোক না কেন, নাগরিককে সেই সব তথ্য দেওয়া যাবে না যার ফলে -

(এ) দেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় সংহতি, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বিঘ্নিত হতে পারে বা কোনো জন অসন্তোষ তৈরি হতে পারে।

(বি) কোন আদালত বা ট্রাইবুন্যাল স্পষ্টভাবেই যে তথ্য প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করেছে বা যে তথ্য প্রকাশ করলে আদালত

অবমাননার দায়ে পড়তে হতে পারে এমন তথ্যও নাগরিককে দেওয়া যাবে না।

(সি) যে তথ্য প্রকাশ করলে লোকসভা বা বিধানসভার মন্ত্রগুপ্তিভঙ্গের দায়ে পড়তে হতে পারে সেই তথ্যও নাগরিককে দেওয়া যাবে না।

(ডি) কোনো তৃতীয় পক্ষের মেধাসত্ত্ব, বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং সাধারণভাবে বাণিজ্যক গোপনীয়তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন তথ্য নাগরিককে দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে, বৃহত্তর জনস্বার্থে সেই তথ্য প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন তাহলে তা নাগরিককে দেওয়া যাবে।

(ই) কোনো তথ্য কোনো ব্যক্তির কাছে আস্থাপূর্বক রাখতে দেওয়া থাকলে তা বৃহত্তর জনস্বার্থ ছাড়া সাধারণভাবে নাগরিককে দেওয়া যাবে না।

(এফ) বিদেশি সরকারের কাছ থেকে বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে গোপন তথ্য পাওয়া গেছে সেই তথ্য নাগরিককে দেওয়া যাবে না।

(জি) এমন তথ্য যা প্রকাশ পেলে কোনো ব্যক্তির জীবন বা শারীরিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বা আইনরক্ষা এজেন্সিগুলি যেসব সূত্র থেকে খবর পান সেই সূত্রগুলি জানাজানি হয়ে যেতে পারে, সেরকম তথ্য নাগরিককে দেওয়া যাবে না।

(এইচ) এমন তথ্য যা প্রকাশ পেলে কোনো অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হতে পারে বা কোনো আইনভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে মামলা চলায় বিঘ্ন হতে পারে বা তাকে পাকড়াও করার কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে, সেরকম তথ্য নাগরিককে দেওয়া যাবে না।

(আই) ক্যাবিনেট পেপার, মন্ত্রীদের মিটিং-এর আলোচনা, সেক্রেটারিদের মিটিং-এর আলোচনা অন্য অফিসারদের মিটিং এর আলোচনা নাগরিককে দেওয়া যাবে না। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সেই সিদ্ধান্ত, তার ব্যাখ্যা, যেসব তথ্যের ভিত্তিতে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা জনসমক্ষে অবশ্যই আনতে হবে।

উপরে উল্লিখিত যে সব বিষয়কে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ের তথ্য প্রকাশ করা যাবে না।

(জে) যেসব তথ্য একেবারেই ব্যক্তিগত, জনস্বার্থের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই বা যে তথ্য অনাবশ্যক কোনো লোকের ব্যক্তিগত জীবনে আঘাত হানে সেসব তথ্য নাগরিককে দেওয়া যাবে না। তবে সংশ্লিষ্ট সিপিআইও বা এসপিআইও বা আপিল কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন বৃহত্তর জনস্বার্থে তা প্রকাশ করা উচিত, তবে তা নাগরিককে দেওয়া যাবে।

অবশ্য লোকসভা বা বিধানসভাকে যে তথ্য দিতে অস্বীকার করা যায় না সেই তথ্য যে কোনো নাগরিককেও দিতে অস্বীকার করা যাবে না।

(২) অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট ১৯২৩-তে যাই বলা হোক না কেন বা উপরের ১ নং উপধারায় যে বিষয়গুলিকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রেও, কোনো পাবলিক কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে যে জনস্বার্থে সেই তথ্যের জোগান দেওয়া গোপনীয়তার স্বার্থের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে তারা সেই তথ্য সরবরাহ করতে পারেন।

(৩) ১নং উপধারার এ, সি, আই অংশে যে সব বিষয়কে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে ২০ বছরের পুরোনো কোনো তথ্য যদি ৬নংধারায় নাগরিক দাবি করেন তাহলে তা অবশ্যই দিতে হবে। অবশ্য কোন দিন থেকে ২০ বছর গোনা হবে তা নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন ওঠে তাহলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে এক্ষেত্রে আইনে স্বাভাবিক আপিলের যে পথ আছে তা খোলা থাকবে।

বিশেষ কারণে প্রত্যাখ্যান

৯. উপরের ৮নং ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও অন্য সব বিষয়ে কোনো তথ্য যদি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কপিরাইট লঙ্ঘন করে তাহলে সংশ্লিষ্ট সিপিআইও বা এসপিআইও সেই তথ্য নাগরিককে নাও দিতে পারেন।

আংশিক তথ্য জোগান

১০. (১) অব্যাহতি পেয়েছে এমন বিষয়ে নাগরিককে তথ্য সরবরাহ না করা হলেও এই আইনের যে কোনো ধারায় যাই বলা হোক না কেন, রেকর্ডের সেই অংশটি, যা অব্যাহতি প্রাপ্ত বিষয়ের মধ্যে পড়ে না তা নাগরিককে সরবরাহ করা যেতেই পারে।

(২) ওই বিশেষ ক্ষেত্রে সিপিআইও বা এসপিআইও আবেদনকারীকে একটি নোটিস দিয়ে জানাবেন যে -

(এ) শুধুমাত্র রেকর্ডের যে অংশটি অব্যাহতি প্রাপ্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেটুকুই নাগরিককে জানানো হচ্ছে

(বি) কী কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, কোন তথ্য বা যুক্তির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে

(সি) কে ওই সিদ্ধান্ত নিলেন তার নাম ও পদ

(ডি) কী হারে ফি কষা হয়েছে আর কত টাকা নাগরিককে দিতে হবে তার হিসাব

(ই) যে অংশ নাগরিককে জানানো হল না সে সম্পর্কে নাগরিকের কী বিশেষ অধিকার আছে। এমনকি যেভাবে তথ্য জোগান দেওয়া হয়েছে বা যত ফি কষা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন করার ও রদবদল চাইবার কী অধিকার নাগরিকের আছে। আর ১৯এর ১ধারায় যার কাছে আপিল করতে হবে তার নাম, ঠিকানা, পদ অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য কমিশনের নাম, ঠিকানা সহ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি-প্রক্রিয়া এবং উপরোক্ত বিষয়ে তথ্য জানার কাজে প্রাসঙ্গিক খবরাখবর জানাতে হবে

তৃতীয় পক্ষের তথ্য

১১. (১) যদি সিপিআইও বা এসপিআইও এমন তথ্য, রেকর্ড বা তার অংশবিশেষ জনসমক্ষে আনতে চান যা কিনা তিনি কোনো তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে গোপন তথ্য হিসেবে পেয়েছেন, তাহলে আবেদন পাওয়ার ৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসার সেই তৃতীয় পক্ষকে লিখিত নোটিস দেবেন যে তিনি ওই তথ্য জনসমক্ষে আনতে চান। এবং তা জনসমক্ষেআনা উচিত কিনা তা নিয়ে সেই তৃতীয় পক্ষকে লিখিত বা মৌখিকভাবে মতামত জানাবার সুযোগ দেবেন। সেই মতামত বিচার করে তবেই সংশ্লিষ্টঅফিসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

অবশ্য এই আইন বলে, মেধাস্বত্ব বা বাণিজ্য স্বার্থ সুরক্ষিত থাকলেও অন্য ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনস্বার্থ যদি তৃতীয় পক্ষের নিজস্ব স্বার্থের ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই সেই তথ্য প্রকাশ করা যাবে।

(২) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জনতথ্য অফিসার তৃতীয় পক্ষকে ওই নোটিস দিলে তার উত্তর দেবার জন্য সেই তৃতীয় পক্ষ ১০ দিন সময় পাবে।

(৩) ৭ নং ধারায় যাই বলা হোক না কেন, সিপিআইও বা এসপিআইও তৃতীয় পক্ষকে ১০ দিন সময় দিয়েও আবেদন পাওয়ার মোট ৪০ দিনের মধ্যে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নেবেন যে সেই নথি বা তথ্য নাগরিককে সরবরাহ করা যাবে কিনা এবং সেই মর্মে তৃতীয় পক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেবেন।

(৪) এই অংশের ৩ নং উপধারায় তৃতীয় পক্ষকে শেষ যে সিদ্ধান্ত জানানো হবে তা হল এই আইনের ১৯ নং ধারা অনুযায়ী ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষের আপিল করার অধিকার আছে।

তৃতীয় পর্ব
কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন

কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন গঠন

১২. (১) সরকারি গেজেটে সূচনা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন বা সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন (সিআইসি) গঠন করবে যারা এই আইনে প্রাপ্তক্ষমতা ও দায়িত্ব অনুযায়ী কাজ করবেন।

(২) কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন বা সিআইসিতে থাকবেন

(এ) মুখ্য তথ্য কমিশনার বা চিফ ইনফরমেশন কমিশনার

(বি) অনূর্ধ ১০ জন কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার বা সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনার

(৩) এই মুখ্য তথ্য কমিশনার ও ১০ জন কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারকে একটি বিশেষ কমিটির সুপারিশে নিযুক্ত করবেন রাষ্ট্রপতি। সেই কমিটিতে থাকবেন

১) প্রধানমন্ত্রী যিনি এই কমিটির চেয়ারপার্সন হবেন

২) লোকসভায় বিরোধী দলনেতা

৩) প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী

ব্যাখ্যা ঃ যদি লোকসভায় কোনো বিরোধী দলনেতা স্বীকৃত না হন, তাহলে লোকসভায় বিরোধী আসনে সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত একক রাজনৈতিক দলের নেতাকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের সাধারণ শাসনভার, পরিচালনা এবং নির্দেশনার কাজ মুখ্য তথ্য কমিশনারের উপরেই ন্যস্ত হবে। তাঁকে সহায়তা করবেন কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনাররা এবং তাঁরা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের সব ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। এই আইনের বলে তথ্য কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

(৫) মুখ্য তথ্য কমিশনার ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনাররা জনজীবনে স্বীকৃত, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হবেন ও তাঁদের আইন, বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, ম্যানেজমেন্ট, সংবাদিকতা, গণমাধ্যম, প্রশাসন ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকবে।

(৬) মুখ্য তথ্য কমিশনার ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনাররা লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য, কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য, কোনো ব্যবসায়ে বা অন্য কোনো পেশায় যুক্ত থাকতে পারবেন না।

(৭) কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের প্রধান অফিস হবে দিল্লিতে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে কমিশন দেশের অন্য কোনো জায়গাতেও অফিস খুলতে পারবে।

কমিশনারদের চাকরির মেয়াদ ও শর্ত

১৩. (১) মুখ্য তথ্য কমিশনার কাজে যোগ দেওয়ার দিন থেকে ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন। ভবিষ্যতে তিনি আবার এই একই কাজে নিযুক্ত হতে পারবেন না। তবে যেদিন তাঁর বয়স ৬৫ বছর হবে সেদিনই তিনি অবসর নেবেন।

(২) একই ভাবে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনাররাও কাজে যোগ দেওয়ার দিন থেকে ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন এবং তাঁরা ফের এই একই কাজে নিযুক্ত হতে পারবেন না। তবে তাঁরাও ৬৫ বছর বয়স হওয়া পর্যন্তই এই কাজ করতে পারবেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনাররা তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর ১২(৩) ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় মুখ্য তথ্য কমিশনার হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন। তবে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার যদি কেন্দ্রীয় মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হন তবে দুটি পদ মিলিয়ে তিনি ৫ বছরের বেশি সময় কাজ করতে পারবেন না।

(৩) মুখ্য তথ্য কমিশনার ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনাররা কাজে যোগ দেওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি বা তাঁর নিয়োগ করা উপযুক্ত কোনো ব্যক্তির কাছে হলফনামা দিয়ে শপথ নিতে হবে। শপথ বাক্যের বয়ান এই আইনের শেষে, প্রথম তপশিলে দেওয়া আছে।

(৪) মুখ্য তথ্য কমিশনার ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনাররা যে কোনো সময়ে লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ করতে পারেন। তবে মুখ্য তথ্য কমিশনার ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারদের ১৪ নং ধারা অনুযায়ী বরখাস্ত করা যেতে পারে।

(৫) মুখ্য তথ্য কমিশনার ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারদের বেতন ও ভাতা নিম্নরূপ হবে।

(এ) মুখ্য তথ্য কমিশনারের বেতন ও ভাতা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সমান হবে।

(বি) কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারদের বেতন ও ভাতা নির্বাচন কমিশনারদের সমান হবে অবশ্য যদি মুখ্য তথ্য কমিশনার ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনাররা কাজে যোগ দেওয়ার সময় সরকার থেকে বার্ধক্যভাতা বা আঘাতজনিত পেনশন বা প্রতিবন্ধকতা পেনশন ছাড়া অন্য কোনো পেনশন পেয়ে থাকেন তাহলে বেতন থেকে সেই পরিমাণটুকু বাদ দিয়ে তাঁদের বেতন গণনা করা হবে। এছাড়াও অন্যান্য পেনশন তুলনীয় কোনো অবসরোত্তর ভাতা পেয়ে থাকলে সেটুকুও বাদ যাবে। তবে অবসর নেবার সময় যে গ্র্যাচুইটি পাওয়া যায় তা এক্ষেত্রে গণ্য হবে না। এছাড়াও কাজে যোগ দেবার পরে মুখ্য তথ্য কমিশনার ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারদের বেতন, ভাতা, অন্যান্য চাকরির শর্ত, যাতে তাঁদের অসুবিধে হয়, এমনভাবে বদলানো যাবে না।

(৬) কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্যই মুখ্য তথ্য কমিশনার ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারদের কাজের তৎপর সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত অফিসার ও কর্মী নিয়োগ করবে এবং তাদের বেতনক্রম, ভাতা ও অন্যান্য চাকরির শর্ত স্থির করবে।

কমিশনারদের বরখাস্ত

১৪. (১) নীচের ৩নং উপধারায় বর্ণিত কারণ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই একমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই মুখ্য তথ্য কমিশনার ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারদের বরখাস্ত করা যাবে। এজন্য রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টকে জানাবেন ও কোর্টের অনুসন্ধানে যদি জানা যায়, মুখ্য তথ্য কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার অপদার্থতার বা অশোভন আচরণের পরিচয় দিয়েছেন তবেই রাষ্ট্রপতি সেই নির্দেশ দেবেন।

(২) এই অংশের ১নং উপধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টকে জানানোর পরে, যতক্ষণ না সুপ্রিম কোর্টের রিপোর্ট পাওয়া যায় ততদিন মুখ্য তথ্য কমিশনার বা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারকে রাষ্ট্রপতি কাজ থেকে সাসপেন্ড করতে পারেন বা কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকতে বলতে পারেন।

(৩) এই অংশের ১নং উপধারায় যাই বলা হোক না কেন, রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিয়ে মুখ্য তথ্য কমিশনার বা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারকে কাজ থেকে বরখাস্ত করতে পারেন যদি -

(এ) তিনি দেউলিয়া হয়ে থাকেন

(বি) তিনি কোনো অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকেন যা রাষ্ট্রপতি নৈতিক অধঃপতন বলে মনে করছেন

(সি) অফিসের বাইরে কোনো বেতন বা ভাতা নিয়ে অন্য কোনো কাজে যুক্ত থাকেন

(ডি) যদি রাষ্ট্রপতি মনে করেন যে তিনি মানসিক বা শারীরিকভাবে কাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছেন

(ই) তিনি এমন আর্থিক বা অন্য সম্পদের অধিকারি হয়েছেন না তাঁর কাজকে কুপ্রভাবিত করতে পারে

(৪) মুখ্য তথ্য কমিশনার বা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারদের যদি কোনোভাবে ভারত সরকারের মাধ্যমে বা তার তরফে কোনো চুক্তি বলে, চুক্তিপ্রসূত লাভ থেকে বা চুক্তি থেকে কোনো ভাতা বা অন্য কোনোভাবে উপকৃত হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে ১নং উপধারা অনুযায়ী সেটা অশোভন আচরণ বলে গণ্য হবে। তবে কোনো কোম্পানির অন্য সাধারণ সদস্যদের মতই তিনি যদি সেই কোম্পানির লাভের অংশীদার হন সেক্ষেত্রে তা অশোভন আচরণ বলে গণ্য হবে না।

চতুর্থ পর্ব

রাজ্য তথ্য কমিশন

রাজ্য তথ্য কমিশন গঠন

১৫. (১) প্রতিটি রাজ্য সরকারি গেজেটে সূচনা দিয়ে একটি রাজ্য তথ্য কমিশন তথ্য গঠন করবে যার নাম হবে (রাজ্যের নাম) তথ্য কমিশন। সেই কমিশন এই আইনে প্রাপ্তক্ষমতা ও দায়িত্ব বলে তাদের কাজ করবে।

(২) রাজ্য তথ্য কমিশনে থাকবেন

(এ) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার

(বি) অনূর্ধ ১০ জন রাজ্য তথ্য কমিশনার

(৩) এই রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও ১০ জন কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার একটি বিশেষ কমিটির সুপারিশে নিযুক্ত করবেন রাজ্যপাল। সেই কমিটিতে থাকবেন -

১) মুখ্যমন্ত্রী যিনি এই কমিটির চেয়ারপার্সন হবেন

২) বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা

৩) মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশ অনুযায়ী একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী

ব্যাখ্যা ঃ *যদি বিধানসভায় কোনো বিরোধী দলনেতা স্বীকৃত না হন, তাহলে বিধানসভায় বিরোধী দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসন প্রাপ্তএকক রাজনৈতিক দলের নেতাকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেওয়া হবে।*

(৪) রাজ্য তথ্য কমিশনের সাধারণ শাসনভার পরিচালনা এবং নির্দেশনার কাজ রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনারের উপরেই ন্যস্ত হবে। তাঁকে সহায়তা করবেন রাজ্য তথ্য কমিশনাররা এবং তাঁরা রাজ্য তথ্য কমিশনের সব ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। এই আইনের বলে রাজ্য তথ্য কমিশন একটি স্বাধীন সংস্থা হিসেবে কাজ করবে।

(৫) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনাররা জনজীবনে স্বীকৃত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হবেন ও তাঁদের আইন, বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যা, ম্যানেজমেন্ট, সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম, প্রশাসন ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকবে।

(৬) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনাররা লোকসভা বা বিধানসভার সদস্য, কোনো ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানে, কোনো রাজনৈতিক দলের, কোনো ব্যবসায়ে বা অন্য কোনো পেশায় যুক্ত থাকতে পারবেন না।

(৭) রাজ্য সরকার তাদের গেজেটে সূচনা জারি করে রাজ্য তথ্য কমিশনের প্রধান অফিসের ঠিকানা ঘোষণা করবে । রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে রাজ্য তথ্য কমিশন রাজ্যের অন্য কোনো জায়গাতেও অফিস খুলতে পারবে।

কমিশনারদের চাকরির মেয়াদ ও শর্ত

১৬. (১) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার কাজে যোগ দেওয়ার দিন থেকে ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন। ভবিষ্যতে তিনি আবার এই একই কাজে নিযুক্ত হতে পারবেন না। তবে যেদিন তাঁর বয়স ৬৫ বছর হবে সেদিনই তিনি অবসর নেবেন ।

(২) একই ভাবে রাজ্য তথ্য কমিশনাররাও কাজে যোগ দেওয়ার দিন থেকে ৫ বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন এবং তাঁরা ফের এই একই কাজে নিযুক্ত হতে পারবেন না। তবে তাঁরাও ৬৫ বছর বয়স হওয়া পর্যন্তই এই কাজ করতে পারবেন ।

অবশ্য রাজ্য তথ্য কমিশনাররা তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবার পর ১৫'র ৩ ধারা অনুসারে রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার হওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন। তবে যদি রাজ্য তথ্য কমিশনার রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হন তাহলে দুটি পদ মিলিয়ে তিনি ৫ বছরের বেশি কাজ করতে পারবেন না।

(৩) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনাররা কাজে যোগ দেওয়ার আগে রাজ্যপাল বা তাঁর নিয়োগ করা উপযুক্ত কোনো ব্যক্তির কাছে হলফ নামা দিয়ে শপথ নিতে হবে। শপথ বাক্যের বয়ান এই আইনের শেষে, প্রথম তপশিলে দেওয়া আছে।

(৪) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনাররা যে কোনো সময়ে রাজ্যপালের কাছে লিখিতভাবে পদত্যাগ পত্র পেশ করতে পারেন। তবে রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনারদের ১৭ নং ধারায় বর্ণিত উপায়ে বরখাস্ত করা যেতে পারে।

(৫) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনারদের বেতন ও ভাতা নিম্নরূপ হবে

(এ) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনারের বেতন ও ভাতা নির্বাচন কমিশনারের সমান হবে

(বি) রাজ্য তথ্য কমিশনারদের বেতন ও ভাতা রাজ্যের মুখ্য সচিবের সমান হবে অবশ্য যদি রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনাররা কাজে যোগ দেবার সময় কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার থেকে বার্ধক্যভাতা বা আঘাতজনিত পেনশন বা প্রতিবন্ধকতা জনিত ভাতা ছাড়া অন্য কোনো ভাতা পেয়ে থাকেন তাহলে তাঁদের বেতন থেকে সেই পরিমাণটুকু বাদ দিয়ে তাদের বেতন গণনা করা হবে। এছাড়াও অন্যান্য পেনশন তুলনীয় কোনো অবসরোত্তর ভাতা পেয়ে থাকলে সেটুকুও বাদ যাবে, তবে অবসর নেবার সময় যে গ্র্যাচুইটি পাওয়া যায় তা এক্ষেত্রে গণ্য হবে না।

এছাড়াও রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনাররা কাজে যোগ দেবার সময় যদি তাঁরা কোনো কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারি কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য আইনে প্রতিষ্ঠিত কোনো সরকারি কোম্পানি থেকে অবসরোত্তর পেনশন ও অন্য ভাতা পেয়ে থাকেন তাহলে তার বেতন থেকে সেই পরিমাণটুকু বাদ যাবে।

এছাড়াও কাজে যোগ দেবার পরে রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনারদের বেতন, ভাতা, অন্যান্য চাকরির শর্ত যাতে তাঁদের অসুবিধা হয়, এমনভাবে বদলানো যাবে না।

(৬) রাজ্য সরকার অবশ্যই রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনারদের কাজের তৎপর সহায়তার জন্য পর্যাপ্ত অফিসার ও কর্মী নিয়োগ করবে এবং তাদের বেতনক্রম, ভাতা ও অন্যান্য চাকরির শর্ত স্থির করবে।

কমিশনারদের বরখাস্ত

১৭. (১) নীচের ৩নং উপধারায় বর্ণিত কারণ ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই একমাত্র রাজ্যপালের নির্দেশেই রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার ও রাজ্য তথ্য কমিশনারদের বরখাস্ত করা যাবে। এজন্য রাজ্যপাল সুপ্রিম কোর্টকে জানাবেন ও কোর্টের অনুসন্ধানে যদি জানা যায় রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য তথ্য কমিশনার অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন বা অশোভন আচরণের পরিচয় দিয়েছেন তবেই রাজ্যপাল সেই নির্দেশ দেবেন।

(২) ১নং উপধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টকে জানানোর পরে যতক্ষণ না ওই কোর্টের রিপোর্ট পাওয়া যায় ততদিন রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনারকে রাজ্যপাল, কাজ থেকে সাসপেন্ড করতে পারেন বা কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকতে বলতে পারেন।

(৩) ১নং উপধারায় যাই বলা হোক না কেন, রাজ্যপাল নির্দেশ দিয়ে রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনারদের কাজ থেকে বরখাস্ত করতে পারেন যদি -

(এ) তিনি দেউলিয়া হয়ে থাকেন

(বি) তিনি কোন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকেন বা রাজ্যপাল যদি মনে করেন তাঁর নৈতিক অধঃপতন হয়েছে

(সি) অফিসের বাইরে কোনো বেতন বা ভাতা নিয়ে অন্য কোনো কাজে যুক্ত থাকেন

(ডি) যদি রাজ্যপাল মনে করেন যে তিনি মানসিক বা শারীরিকভাবে কাজের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছেন

(ই) তিনি এমন আর্থিক বা অন্য সম্পদের অধিকারি হয়েছেন যা তাঁর কাজকে কুপ্রভাবিত করতে পারে

(৪) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনারদের যদি কোনোভাবে রাজ্য সরকারের দ্বারা বা তার তরফে কোনো চুক্তিবলে, চুক্তিপ্রসূত লাভ থেকে বা চুক্তি থেকে কোনো ভাতা বা অন্য কোনোভাবে উপকৃত হবার সম্ভাবনা থাকে তবে, এই অংশের ১নং উপধারা অনুযায়ী সেটা অশোভন আচরণ বলে গণ্য হবে। তবে কোনো কোম্পানির অন্য সাধারণ সদস্যদের মতোই তিনি যদি সেই কোম্পানির লাভের অংশীদার হন, সেক্ষেত্রে তা অশোভন আচরণ বলে গণ্য হবে না।

পঞ্চম পর্ব

তথ্য কমিশনের ক্ষমতা, দায়িত্ব এবং আপিল ও শাস্তি

তথ্য কমিশনের ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১৮. (১) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তথ্য কমিশনের কাজ হল এই আইন মোতাবেক যেকোনো নাগরিকের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ ও তার তদন্ত করা। এই তদন্তের কাজ তখনই হবে যখন -

(এ) সেই নাগরিক কোনো কেন্দ্রীয় জনতথ্য অফিসার (সিপিআইও) বা রাজ্য জনতথ্য অফিসার(এসপিআইও)'র কাছে তথ্যের জন্য অনুরোধ জানাতে পারেননি, কারণ সেইরকম কেউ নিযুক্ত হয়নি অথবা কেন্দ্রীয় সহকারি জনতথ্য অফিসার(সিএপিআইও) বা রাজ্য সহকারী জনতথ্য অফিসার (এসএপিআইও) তাঁর আবেদন বা আপিল প্রত্যাখ্যান করেছেন বা সেগুলি সিপিআইও

বা এসপিআইও'র কাছে, বা ১৯এর ১ধারা মতে সংশ্লিষ্ট উর্ধতন আধিকারিকের কাছে অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছেও পাঠিয়ে দেননি।

(বি) কোনো নাগরিক এই আইন বলে কোনো তথ্য চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন

(সি) কোনো নাগরিক তথ্য চেয়ে, এই আইন মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো উত্তর পাননি

(ডি) কোনো নাগরিকের কাছ থেকে তথ্য সরবরাহ করার জন্য ফি চাওয়া হয়েছে বা তাঁর অযৌক্তিক মনে হয়েছে

(ই) কোনো নাগরিকের মনে হয়েছে যে তাকে অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর অথবা মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে

(এফ) তথ্য জানতে চাওয়া, দেখতে চাওয়া বা কপি চাওয়া সংক্রান্ত অন্য যে কোনো বিষয়, কমিশনের সামনে আনার যোগ্য বলে তা নাগরিকের মনে হয়েছে

(২) যদি রাজ্য বা কেন্দ্রীয় কমিশনের মনে হয় যে অভিযোগটি খতিয়ে দেখা উচিত, তাহলে কমিশন নিজেরাই সেই তদন্তের কাজ শুরু করতে পারেন।

(৩) কোনো অভিযোগ নিয়ে তদন্তের সময় সিভিল প্রসিডিওর কোর্ট অনুযায়ী কোনো মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের যে সব ক্ষমতা থাকে সেসব ক্ষমতাই রাজ্য বা কেন্দ্র তথ্য কমিশনের থাকবে। যেমন -

(এ) কাউকে শমন পাঠানোর ক্ষমতা ও তাকে কমিশনে হাজির করে তার কাছ থেকে মৌখিক বা লিখিত হলফনামা বা এফিডেবিট নেওয়ার ক্ষমতা বা প্রয়োজনীয় তথ্য বা রেকর্ড জমা নেবার ক্ষমতা

(বি) সমস্ত নথি ও দলিল খুঁজে বের করার ক্ষমতা ও পরীক্ষা করার ক্ষমতা

(সি) হলফনামা নেওয়ার ক্ষমতা

(ডি) কোনো আদালত বা পাবলিক অফিস থেকে নথি ও দলিল চেয়ে নেওয়ার ক্ষমতা

(ই) সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়ার জন্য বা নথি পরীক্ষার জন্য কাউকে শমন দেওয়ার ক্ষমতা

(এফ) অন্য কোনো ক্ষমতা যা কমিশনকে দেওয়া যেতে পারে

(৪) লোকসভা বা বিধানসভায় গৃহীত দেশের বা রাজ্যের অন্য যে কোনো আইনে যাই বলা থাক না কেন, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন এই আইনবলে, কোনো তদন্ত চলাকালে পাবলিক কর্তৃপক্ষের কাছে আছে এমন যে কোনো তথ্য (যা এই আইনের আওতায় আসে) পরীক্ষা করতে পারে এবং কোনোভাবেই সেই তথ্য কমিশনের কাছ থেকে সরিয়ে রাখা যাবে না।

আপিল

১৯. (১) ৭এর ১ ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত না পেলে অথবা সিপিআইও বা এসপিআইও'র সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য না হলে কোনো নাগরিক সময়সীমার পেরোনোর বা সিদ্ধান্ত হাতে পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে, নির্দিষ্ট অফিসার যিনি সিপিআইও বা এসপিআইও'র থেকে উর্ধতন (বা আপিল) আধিকারিকের কাছে, আপিল করতে পারেন।

অবশ্য ৩০ দিনের পরেও আপিল আধিকারিক সেই আপিল গ্রহণ করতে পারেন যদি তিনি বোঝেন যে অনিবার্য কারণেই এই দেরি হয়েছে।

(২) ১১ নং ধারায় যদি কোনো তৃতীয় পক্ষ, তাদের দেওয়া তথ্য বা রেকর্ড জনসমক্ষে আনার রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল করতে চান, তাহলে তৃতীয় পক্ষও সেই রায়ের থেকে ৩০ দিনই সময় পাবেন।

(৩) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে ওপরের ১নং উপধারা অনুযায়ী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অ্যাপিল করতে গেলে প্রথম যেদিন সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল বা যে তারিখের মধ্যে সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা ছিল তার থেকে ৯০ দিন সময় পাওয়া যাবে।

অবশ্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন ৯০ দিন পেরিয়ে গেলেও আপিল গ্রহণ করতে পারেন, যদি তারা বোঝেন যে যথেষ্ট কারণ ছিল বলেই আপিলকারী সময়ে আপিল করতে পারেননি।

(৪) যদি তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে এমন কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা হয় তাহলে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন তৃতীয় পক্ষকে নিজপক্ষ সমর্থনের পর্যাপ্ত সুযোগ অবশ্যই দেবে।

(৫) এই আইন অনুসারে যে কোনো আপিল মামলায় সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণের দায়িত্ব সিপিআইও বা এসপিআইও'র ওপরেই বর্তাবে।

(৬) ১ বা ২নং উপধারায় গৃহীত আপিলের ক্ষেত্রে, সেই আপিল পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে অথবা উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে মোট ৪৫ দিনের মধ্যে তার নিষ্পত্তি করতে হবে।

(৭) আপিলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(৮) এই ধরনের আপিলের রায় দেবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা থাকবে তা হল-

(এ) পাবলিক কর্তৃপক্ষকে কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা যেমন

১) যে নির্দিষ্ট ছকে বা ফরম্যাটে তথ্য চাওয়া হয়েছে সেই ফরম্যাটেই তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করা

২) সিপিআইও বা এসপিআইও নিয়োগ করতে বাধ্য করা

৩) কিছু বিশেষ ধরনের তথ্য জনসমক্ষে আনতে বাধ্য করা

৪) যেভাবে বর্তমানে রেকর্ড বা নথি সংরক্ষণ, তার ব্যবস্থাপনা বা ধ্বংস করা হয় তার বদল ঘটানো

৫) সংস্থার কর্মীদের তথ্য জানার অধিকার বিষয়ে আরো উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করা

৬) ৪এর১ধারার (বি) অংশে যেভাবে বলা আছে সেই অনুযায়ী সংস্থা কি ব্যবস্থা নিল তার বার্ষিক রিপোর্ট কমিশনকে পাঠাতে বাধ্য করা

(বি) নাগরিকের কোনো ক্ষতি হয়ে থাকলে পাবলিক কর্তৃপক্ষকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা

(সি) এই আইন মোতাবেক জরিমানা (ফাইন বা পেনাল্টি) ধার্য করা

(ডি) আবেদন প্রত্যাখ্যান করা

(৯) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন তার সিদ্ধান্ত, আবেদনকারী এবং পাবলিক কর্তৃপক্ষ, উভয়কেই লিখিতভাবে জানাবে

(১০) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন, নির্দেশিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আপিলের নিষ্পত্তি করবে

জরিমানা ও শাস্তি

২০. (১) কোনো আপিলের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় কমিশনের যদি মনে হয় যে, সংশ্লিষ্ট সিপিআইও বা এসপিআইও অযৌক্তিকভাবে তথ্য জানাতে অস্বীকার করেছে; আবেদন নিতে চায়নি; ৭এর ১ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্টসময়ের মধ্যে সেই তথ্য দেয়নি; জেনেশুনে অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা মিথ্যা তথ্য দিয়েছে; জানতে চাওয়া তথ্য ধ্বংস করেছে অথবা অন্য কোনোভাবে তথ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করেছে, তাহলে যেদিন আবেদন করা হয়েছে বা যেদিন তথ্য দেওয়া হয়েছে সেদিন থেকে প্রতিদিন ২৫০ টাকা হারে সর্বাধিক ২৫০০০ টাকা অবধি জরিমানা সংশ্লিষ্ট অফিসারের ওপর কমিশন ধার্য করতে পারবে।
অবশ্য সংশ্লিষ্ট সিপিআইও বা এসপিআইওকে আত্মপক্ষ সমর্থনে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু তিনি যে অযৌক্তিকভাবে, বা অসৎ উদ্দেশ্য থেকে কিছু করেননি সেটা প্রমাণ করার দায় সংশ্লিষ্টঅফিসারের ওপরেই বর্তাবে।

(২) কোনো আপিলের নিষ্পত্তি করতে গিয়ে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় কমিশনের যদি মনে হয় যে, সিপিআইও বা এসপিআইও অযৌক্তিকভাবে তথ্য জানাতে অস্বীকার করেছে; আবেদন নিতে চায়নি; ৭এর ১ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই তথ্য দেয়নি; জেনেশুনে অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা মিথ্যা তথ্য দিয়েছে; জানতে চাওয়া তথ্য ধ্বংস করেছে অথবা অন্য কোনোভাবে তথ্য সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করেছে, তাহলে কমিশন সেই সংশ্লিষ্টঅফিসারের বিরুদ্ধে সার্ভিস রুল অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারে।

ষষ্ঠপর্ব
অন্যান্য সংশ্লিষ্টবিষয়

সৎ চেষ্টার সুরক্ষা

২১. এই আইন রূপায়ণ করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তির কোনো সৎ সিদ্ধান্ত বা সৎ উদ্দেশ্যর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া যাবে না।

অন্য আইনের ব্যাখ্যার সাথে অসংগতি

২২. এই আইন রূপায়ণ করতে গিয়ে অফিসয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট বা অন্য কোনো চালু আইন অথবা সম্ভাব্য কোনো আইনের সঙ্গে কোনো অসংগতি দেখা গেলে, সেই অসংগতি তথ্যের অধিকার আইনের সংজ্ঞা মোতাবেকই দূর করতে হবে।

এই আইন ও কোর্টের আওতা

২৩. এই আইন অনুযায়ী গৃহীত কোনো আদেশ, নির্দেশের বিরুদ্ধে কোনো আদালত কোনো মামলা, আবেদন বা আইনানুগ অন্য কোনো ব্যবস্থা নেবে না। এবং এই রকম কোনো আদেশের বিরুদ্ধে এই আইন মোতাবেক নির্দিষ্ট আপিল ছাড়া কোনো প্রশ্ন তোলা যাবে না।

এই আইনের আওতামুক্ত সংস্থা

২৪. (১) এই আইনের কোনো অংশ দেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সেরকম প্রতিষ্ঠানের

তালিকা সংলগ্ন ২য় তপশিলে দেওয়া আছে।

অবশ্য দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলি এই আইন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি। বিশেষত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো তথ্য জানতে চাওয়া হলে, একমাত্র কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের মঞ্জুরী নিয়েই সেই তথ্য দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রেও ৭ ধারায় যাই বলা থাক না কেন, তথ্য জানতে চাওয়ার মোট ৪৫ দিনের মধ্যে সেই তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি গেজেটে নোটিফিকেশন দিয়ে ২য় তপশিলে অন্য কোনো প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের নাম যুক্ত করতে পারে বা এখন নাম আছে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানকে সেই তালিকা থেকে বাদ দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সেই প্রতিষ্ঠান ওই তালিকায় যুক্ত হল বা নিযুক্ত হল ধরে নেওয়া হবে।

(৩) এই অংশের ২ উপধারা অনুযায়ী সমস্ত নোটিফিকেশনই লোকসভায় পেশ করতে হবে।

(৪) রাজ্য সরকার যে সব প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে সেগুলিও এই আইনের আওতার বাইরে পড়বে যদি রাজ্য সরকার গেজেটে নোটিফিকেশন করে তা ঘোষণা করে। অবশ্য এক্ষেত্রেও দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়গুলি এই আইন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি।

এই ক্ষেত্রেও বিশেষত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে কোনো তথ্য জানতে চাওয়া হলে, একমাত্র রাজ্য তথ্য কমিশনের মঞ্জুরী নিয়েই সেই তথ্য দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রেও ৭ ধারায় যাই বলা থাক না কেন তথ্য জানতে চাওয়ার মোট ৪৫ দিনের মধ্যে সেই তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

(৫) এই অংশের ৪ উপধারা অনুযায়ী সমস্ত নোটিফিকেশনই রাজ্য বিধানসভায় পেশ করতে হবে

তদারকি ও প্রতিবেদন পেশ

২৫. (১) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তথ্য কমিশন প্রতি বছরের শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই আইন রূপায়ণের অবস্থা সংকলিত একটি রিপোর্ট তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সরকারকে পেশ করবে।

(২) এই রিপোর্ট তৈরির প্রয়োজনে সংশ্লিষ্টপাবলিক কর্তৃপক্ষগুলি যে মন্ত্রকের প্রশাসনিক আওতায় পড়ে সেই মন্ত্রকগুলি পাবলিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে পেশ করবে।

(৩) তথ্য কমিশনের প্রতি বছরের রিপোর্টে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকবে-

(এ) সংশ্লিষ্ট পাবলিক কর্তৃপক্ষ সে বছর কতগুলি অনুরোধ পেয়েছে

(বি) কতগুলি ক্ষেত্রে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, কোন ধারায় ও কতবার সেই ধারাটি প্রয়োগ করা হয়েছে

(সি) কতগুলি আপিল কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং সেই আপিলগুলি কী ধরনের

(ডি) এই আইনে কোনো অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা

(ই) কত টাকা ফি সংগৃহীত হয়েছে

(এফ)এই আইনটি সঠিক মানসিকতায় প্রয়োগের জন্য কোনো বিশেষ পদক্ষেপ

(জি) কোনো বিশেষ পাবলিক কর্তৃপক্ষের বিষয়ে এই আইনের কোনো অংশ আধুনিকীকরণ, উন্নয়ন, সংস্কার বা সাধারণভাবে এই আইনের কোনো সংস্কারের জন্য পরামর্শ। এমনকি এই আইন রূপায়ণ করতে গেলে অন্য কোনো আইনের কোনো সংস্কারের জন্য পরামর্শ

(৪) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের বার্ষিক রিপোর্ট পাওয়ার পর রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত লোকসভা ও রাজ্যসভায় এবং রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভা ও বিধান পরিষদ বা যেখানে শুধু বিধানসভা আছে সেখানে বিধানসভায় সেই রিপোর্ট পেশ করবে

(৫) যদি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের মনে হয় যে কোনো পাবলিক কর্তৃপক্ষ তার কাজে এই আইনের ধারাগুলির যথার্থ (কথা ও ভাব দুটিই) রূপায়ণ করছে না তাহলে কমিশন সেই কর্তৃপক্ষকে কী করতে হবে তার প্রয়োজনীয় সুপারিশ দিতে পারবে।

২৬. (১) প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান সাপেক্ষে প্রতিটি সরকার **সরকারের কাজ**

(এ) জনসাধারণের জন্য বিশেষত পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য আইনের মাধ্যমে কীভাবে নাগরিক তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে তার নানা দিক নিয়ে জনশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

(বি) প্রতিটি পাবলিক কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের জনশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দেবে।

(সি) পাবলিক কর্তৃপক্ষগুলি যাতে সময়মতো ও কার্যকরী সঠিক তথ্য জনসমক্ষে আনতে পারে তার জন্য সহায়তা করবে।

(ডি) সংশ্লিষ্ট সব সিপিআইও এবং এসপিআইওদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং পাবলিক কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈরি করবে।

(২) সংশ্লিষ্টসরকার এই আইন বলবৎ হবার ১৮ মাসের মধ্যে নাগরিকের ব্যবহারের জন্য স্থানীয় সরকারি ভাষায় একটি গাইড বা সহায়িকা তৈরি করবে যা নাগরিককেরা ব্যবহার করে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট সরকার প্রয়োজনমত নিয়মিত এই অংশের ২ উপধারায় উল্লিখিত গাইড বা সহায়িকাটির হালনাগাদ করবে। গাইড বইটির মধ্যে সাধারণভাবে যা যা থাকতে পারে-

(এ) এই আইনের উদ্দেশ্য

(বি) প্রতিটি পাবলিক কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে সিপিআইও এবং এসপিআইওদের নাম, অফিস ঠিকানা, ফোন নং, ফ্যাক্স, ইমেল ইত্যাদি

(সি) কীভাবে ও কী পদ্ধতিতে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় জনতথ্য অফিসারের কাছে তথ্যের জন্য অনুরোধ জানাতে হবে

(ডি) সিপিআইও এবং এসপিআইওদের কাছ থেকে কী ধরনের সহায়তা পাওয়া যাবে

(ই) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছ থেকে কী সহায়তা পাওয়া যাবে

(এফ) অভীষ্ট তথ্য না পেলে এই আইনে কী কী সুরাহার পথ খোলা আছে এবং আপিলের পদ্ধতি কী

(জি) ৪ ধারা অনুযায়ী কী কী ধরনের তথ্য পাবলিক কর্তৃপক্ষকে স্বেচ্ছায় ঘোষণা করতে হবে

(এইচ)ফি কীভাবে জমা দিতে হবে তার নোটিস

(আই)এই আইনকে রূপায়িত করতে আরো কী আদেশ, নির্দেশ, ঘোষণা ইত্যাদি বেরিয়েছে, তার খবর

(৪) সংশ্লিষ্টসরকার অবশ্যই এই গাইড বা সহায়িকা নিয়মিত হালনাগাদ বা করে প্রকাশ করবে

সরকারের নিয়মবিধি তৈরির ক্ষমতা

২৭. (১) সংশ্লিষ্ট সরকার এই আইনের অভীষ্টপূরণের লক্ষ্যে সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি বা নোটিফিকেশন জারি করে প্রয়োজনীয় নিয়মবিধি বা রুল প্রণয়ন করতে পারবে।

(২) সেই নিয়মবিধিতে সাধারণভাবে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টকরা থাকবে

(এ) ৪এর ৪ধারায় বর্ণিত তথ্য সামগ্রীর খরচা বা ছাপনোর খরচ

(বি) ৬এর ১ধারা অনুযায়ী ফি কাঠামো

(সি) ৭এর ১ও ৫ ধারা অনুযায়ী ফি কাঠামো

(ডি) ১৩'র ৬ ধারা এবং ১৬'র ৬ ধারা অনুযায়ী বেতন কাঠামো

(ঙ) ১৯এর ১০ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন কীভাবে আপিলের নিষ্পত্তি করবে

(চ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়

যোগ্যকর্তৃপক্ষের নিয়মবিধি তৈরির ক্ষমতা

২৮. (১) এই আইনের অভীষ্টপূরণের লক্ষ্যে যোগ্য কর্তৃপক্ষ সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি বা নোটিফিকেশন জারি করে প্রয়োজনীয় নিয়মবিধি বা রুল প্রণয়ন করতে পারবে।

(২) বিশেষ করে সেই রুলে যে কয়েকটি বিষয় থাকতে হবে তা হল-

(১) ৪ এর ৪ ধারায় বর্ণিত তথ্য সামগ্রীর খরচ বা ছাপানোর খরচ

(২) ৬এর ১ধারা অনুযায়ী ফি কাঠামো

(৩) ৭এর ১ধারা অনুযায়ী ফি কাঠামো

(৪) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়

নিয়মবিধি সংসদ ও বিধানসভায় পেশ

২৯. (১) কেন্দ্রীয় সরকার এই আইন রূপায়ণ করতে যে সব নিয়মবিধি বানাবেন তা সত্বর উভয় সভায় পেশ করতে হবে এবং সভার মেয়াদকালে তা ৩০ দিরে জন্য খোলা থাকবে। ওই ৩০ দিন একটি বা একাধিক সেশন মিলিয়ে হতে পারে।

দুই সভা যদি কোনো সংশোধন করতে চায় বা নিয়মবিধি নাকচ করে দেয় তাহলে সেই অনুযায়ী নিয়মবিধি সংশোধিতরূপে রূপায়িত হবে বা হবে না। তবে নিয়মবিধি অনুসারে আগের দেওয়া কোনো সিদ্ধান্তের ওপর ওই পরিবর্তনের কোনো প্রভাব পড়বে না।

(২) রাজ্য সরকার আইনটি রূপায়ণ করতে যে নিয়ম তৈরি করবেন তা ঘোষিত হবার পর দ্রুত রাজ্য বিধানসভায় পেশ করতে হবে।

আইনটির প্রয়োগে বাধা দূর করার ক্ষমতা

৩০. (১) এই আইন রূপায়ণে কোনো জটিলতা সৃষ্টিহলে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি গেজেটে ঘোষণা করে সেই ধারাগুলি সম্পর্কে ভাষা পরিবর্তন করবে যাতে তা সহজগ্রাহ্য হয়। তবে তা এই আইন লাগু হবার দু-বছর পরে আর করা যাবে না।

(২) এই আইন রূপায়ণ করতে প্রতিটি আদেশনামা লাগু হবার পর দ্রুত সংসদের উভয় সভায় পেশ করতে হবে।

৩১. ২০০২ সালের তথ্যের স্বাধীনতা আইন এই আইনের বলে বাতিল করা হল।

১ম তফশিল

(১৩ নং ধারার (৩) উপধারা ও ১৬ নং ধারার (৩) উপধারা দেখুন)

(কেন্দ্রীয় প্রধান তথ্য কমিশনার, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার,
রাজ্য প্রধান তথ্য কমিশনার এবং রাজ্য তথ্য কমিশনারগণ যে বয়ানে শপথ নেওয়া নেবেন)

আমি ---------- কেন্দ্রীয় প্রধান তথ্য কমিশনার, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার, রাজ্য প্রধান তথ্য কমিশনার, রাজ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি যে আমি ভারতীয় সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ও শ্রদ্ধাশীল থাকব, দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি সর্বমূল্যে রক্ষা করব এবং আমি বিধিবদ্ধ উপায়ে আমার পূর্ণ ক্ষমতা, জ্ঞান ও বিচারবোধ প্রয়োগ করে আমাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা নির্ভীকভাবে, পক্ষপাতহীন, ও সৎ ইচ্ছায় পালন করব আর দেশের সংবিধান ও আইনসমূহ মেনে চলব।

২য় তফশিল

(২৪নং ধারা দেখুন)

কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সোনেল, পাবলিক গ্রিভান্স ও পেনশন মন্ত্রক ২৭ মার্চ ২০০৮ তারিখে এক নোটিফিকেশন [No GSR 235 (E)]এর মাধ্যমে দ্বিতীয় তপশিলের দ্বিতীয়বার সংশোধন করে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে। এই নোটিফিকেশনটি ২৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে গেজেট অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংশোধন অনুযায়ী দ্বিতীয় তপশিলে থাকে সংস্থাগুলির নাম হল-

১. ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো
২. রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং অব ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট
৩. ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স
৪. সেন্ট্রাল ইকনমিক ইনটেলিজেন্স ব্যুরো
৫. ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট
৬. নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো
৭. এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার
৮. স্পেশাল ফন্টিয়ার ফোর্স
৯. বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স
১০. সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিস ফোর্স
১১. ইন্দো টিবেটান বর্ডার পুলিস
১২. সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স
১৩. ন্যাশানাল সিকিউরিটি গার্ডস
১৪. আসাম রাইফেলস্
১৫. সশস্ত্র সীমা বল
১৬. ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ইনকাম ট্যাক্স (ইনভেসটিগেশন)
১৭. ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অরগানাইজেশন
১৮. ফিনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট ইন্ডিয়া
১৯. স্পেশ্যাল প্রোটেকশন গ্রুপ
২০. ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
২১. বর্ডার রোড ডেভলপমেন্ট বোর্ড

প্রথম সংশোধন

২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫, কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সোনেল, পাবলিক গ্রিভান্স ও পেনশন মন্ত্রকের অধীন প্যার্সোনেল ও ট্রেনিং দপ্তর এক নোটিফিকেশনে (যা গেজেট অব ইন্ডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল ৮ অক্টোবর ২০০৫-এ) দ্বিতীয় তপশিলের ১৫ নম্বরে স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো'র পরিবর্তে সশস্ত্র সীমা বল যোগ করেছিল। এছাড়া আরো ৪টি নতুন সংস্থা অর্ন্তভুক্ত করেছিল সেগুলি হল - স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ, ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন, বর্ডার রোড ডেভলপমেন্ট বোর্ড এবং ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, ইন্ডিয়া। নোটিফিকেশনটির কপি দেখুন ১৪৭ পাতায় দেখুন।